মুসনাদে আহমাদ

হাদিস নাম্বারঃ ৭০৬

মুসনাদে আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) [আলীর বর্ণিত হাদীস] (مسند علي بن أبي طالب)

আরবী

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ أَبُو يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: لَمَّا خَرَجَتِ الْخَوَارِجُ بِالنَّهْرَوَانِ قَامَ عَلِيٌّ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ، وَأَغَارُوا فِي سَرْحِ النَّاسِ، وَهُمْ أَقْرَبُ الْعَدُوِّ إِلَيْكُمْ، وَأَنْ تَسِيرُوا إِلَى عَدُوِّكُمْ أَنَا أَخَافُ أَنْ يَخْلُفَكُمْ هَؤُلَاءِ فِي أَعْقَابِكُمْ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " تَخْرُجُ خَارِجَةٌ مِنْ أُمَّتِي، لَيْسَ صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُدٌ وَلَيْسَ لَهَا ذِرَاعٌ، عَلَيْهَا مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْيِ، عَلَيْهَا شَعَرَاتٌ بِيضٌ، لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ لاتَّكَلُوا عَلَى الْعَمَلِ، فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ اللهِ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

إسناده قوي، أحمد بن جميل أبو يوسف روى عنه جمع، وقال إبن معين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صدوق، ووثقه عبد الله بن أحمد، وابن حبان، وقال يعقوب بنُ شيبة: صدوق ولم يكن بالضابط، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح
وأخرجه ابن أبي عاصم (916) عن يعقوب بن حميد، عن يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، بهذا الإسناد
وأخرجه عبد الرزاق (18650) ، ومن طريقه مسلم (1066) (156) ، وأبو داود (4768) ، والبزار (581) ، وابنُ أبي عاصم (917) ، والنسائي في "خصائص علي" (186) ، والبيهقي 8/170، والبغوي (2556) عن عبد الملك بن أبي سليمان، به

وأخرجه بنحوه البزار (579) من طريق الأعمش، عن زيد بن وهيب، به. وانظر (672)

বাংলা

৭০৬। যায়িদ বিন ওহাব বলেন, নাহরাওয়ানের খারিজীরা যখন বিদ্রোহ করলো, তখন আলী (রাঃ) তাঁর সাথীদের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেনঃ এরা (খারিজীরা) অন্যায়ভাবে রক্তপাত করেছে, জনগণের সম্পত্তির লুটপাট চালিয়েছে। তারা তোমাদের সবচেয়ে নিকটে অবস্থানকারী শত্রু। আর যদি তোমরা তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চলে যাও, তবে আমার আশঙ্কা যে, এরা (অর্থাৎ খারিজীরা) তোমাদের পেছনে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে (অর্থাৎ তোমাদের অনুপস্থিতিতে তোমাদের এলাকায় কর্তৃত্ব চালাবে)। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ আমার উম্মাতে একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর উদ্ভব হবে, তোমাদের নামাযের সাথে তাদের নামাযের কোন মিল থাকবে না, তোমাদের রোযার সাথে তাদের রোযার কোন মিল থাকবে না এবং তোমাদের কুরআন পাঠের সাথে তাদের কুরআন পাঠের মিল থাকবে না।

তারা কুরআন পড়বে আর ভাববে এটা তাদের পক্ষে, অথচ আসলে তা তাদের বিপক্ষে। তাদের কুরআন পাঠ তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না (অর্থাৎ তাদের অন্তরে রেখাপাত করবে না)। তারা ধনুক থেকে যেরূপ দ্রুত বেগে তীর নিক্ষিপ্ত হয়; সেরূপ তীব্র গতিতে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে। এর লক্ষণ এই যে, তাদের মধ্যে একটা লোক এমন থাকবে যে, তার বাহু থাকবে, কিন্তু হাত থাকবে না। তার হাতে স্তনের বেঁটার মত একটা বোঁটা থাকবে। তাতে থাকবে সাদা সাদা কিছু লোম। যে বাহিনী তাদের ওপর হামলা করবে, তারা যদি জানতো যে, তাদের নবীর মুখ দিয়ে তাদের জন্য কত পুরস্কার নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে, তাহলে তারা তাদের আমলের ওপরই নির্ভরশীল হয়ে যেত (অর্থাৎ আখিরাতের সাফল্যের জন্য আমলের পাশাপাশি আল্লাহর রহমত যে আরো বেশি জরুরী তা ভুলে যেত)। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নামের ওপর নির্ভর করে অভিযানে চলে যাও। অতঃপর পুরো হাদীস বর্ণনা করলেন।

[মুসলিম ১০৬৬]

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষণ বাকি

পাবলিশারঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=63617

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন